দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUL 1994
পৃষ্ঠা বলাম

36

ভুলের কারণে এসএসসি'র খাতা ফেরতের খবর ঠিক নয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গত ২৫ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'কভারের ছক পূরণে ভুল–এসএসসি ঃ কুমিল্লা বোর্ডের ৩০ হাজার খাতা ফেরত' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং প্রকাশিত সংবাদটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করে নিম্নরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেঃ

পত্রিকার সংবাদে পরিবেশিত 'কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ৩০ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর খাতায় ভুলের কারণে বুয়েট থেকে খাতা ফেরত পাঠানো হয়েছে' এবং 'এসএসসি পরীক্ষায় খাতার কভার পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থীদের পূরণ করা কম্পিউটার

(৪–এর পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

ভুলের কারণে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছকগুলোতে ভুল ধরা পড়ে, যার ফলে এসব খাতা বা পরীক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা কম্পিউটারের পক্ষে সম্ভব হয়নি' শিরোনামে প্রকাশিত তথ্যগুলো আদৌ সঠিক নয়।

প্রকৃত অবস্থা এই যে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ও কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ পূরণে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তবে সেগুলি ভুলের বিবরণীসহ আলাদা-ভাবে, সরাসরি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড সেগুলো কেন্দ্র ও বিষয় ওয়ারী সাজিয়ে, ভুলের বিবরণীসহ সংশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য কম্পিউটার সেন্টারে ইতি-মধ্যেই পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদিও শিক্ষক ধর্মঘটজনিত কারণে অস্থিরতার মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থায় দেশে প্রথমবারের মত প্রবর্তিত কম্পিউটারায়ন ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তথাপিও উল্লিখিত ভুলের অনুপাত আশংকার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, শতকরা দুই ভাগের বেশী নয়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে প্রাপ্ত ভুলকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ও কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশসমূহ কম্পিউটার সেন্টারে ইতি-মধ্যেই সংশোধন ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত সংবাদে কথিত ৩০ হাজার খাতা ফেরত কিংবা কথিত ভুল কম্পিউটারের পক্ষে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি সংক্রান্ত তথ্যটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

উক্ত সংবাদ পরিবেশিত 'তাড়াহুড়া করতে গিয়ে প্রধান পরীক্ষকদের প্রেরিত কম্পিউটার ছকে অনেক ভুল থাকতে পারে' বলে যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে তাও একেবারেই অমূলক। ইতি-মধ্যেই অধিকাংশ ফরমই প্রধান পরীক্ষক-দের নিকট থেকে পাওয়া গেছে ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক পূরণকৃত ফরমে ভুলের হার আশংকিত হারের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্য ও আশংকা একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন।' খবর তথ্য বিবরণীর।